কালের কণ্ঠ

মঙ্গলবার। ২৪ মে ২০২২। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯। ২২ শাওয়াল ১৪৪৩

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর গতকাল সোমবার প্রথমবারের মতো বিজ্ঞান বই পড়ার প্রতিযোগিতা শুরু করে

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর গতকাল সোমবার প্রথমবারের মতো বিজ্ঞান বই পড়ার প্রতিযোগিতা শুরু করে। এতে রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শেরেবাংলানগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও মিশন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

Tuesday, 24 May, 2022

NMST organises science book reading contest

National Museum of Science and Technology (NMST) for the first time arranged a science book reading competition on Monday.

Some 50 students of three renowned schools of Dhaka – Milestone School and College, Sher-E-Bangla Nagar Govt Girls' High School and Mission International School and College – have participated in the competition.

The NMST authority has presented all participants educational materials as souvenir. Besides, the museum authority also arranged itinerant science exhibition, science speech and quiz competition.

Addressing the event, NMST director general Muhammad Munir Chowdhury said, "The habit of reading books is disappearing due to internet addiction. Books open the door for knowledge and research. Students are lagging behind because of their unwillingness to read books."

যায়যায়দিন

মঙ্গলবার, ২৪ মে ২০২২, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

বিজ্ঞান জাদুঘরে বই পড়া প্রতিযোগিতা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে প্রথমবারের মত শুরু হলো বিজ্ঞান বই পড়া প্রতিযোগিতা। রাজধানীর তিনটি স্বনামধন্য স্কুলের ৫০ জন শিক্ষার্থী এ বই পড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। স্কুলগুলো যথাক্রমে মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং মিশন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ।

এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরের পক্ষ থেকে স্মারক উপহার হিসেবে শিক্ষা সামগ্রী দেওয়া হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেন, "ইন্টারনেটের আসক্তিতে বই পড়া হারিয়ে যাচ্ছে। বই জ্ঞানার্জন এবং গবেষণার পথ উন্মোচন করে। বই পড়ার অনাগ্রহের কারণে মেধায় পিছিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা এবং লেখনী শক্তি ও সৃজনশীলতা এখন বিলুপ্তির পথে।

এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান পিপাসু এবং বই প্রেমিক হয়ে আগামীতে বাংলাদেশকে গড়বে।" অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর এবং পরিচালক (অ.দা.) এ.কে.এম. লুৎফুর রহমান সিদ্দীক।